ওরিয়েন্টালিজম ও ইসলাম

ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ওরিয়েন্টালিজম ও ইসলাম
ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন

বি আই এল আর এল এ সি-৪০

ISBN : 978-984-96139-0-9

প্রথম প্রকাশ : মে ২০২৪

© লেখক

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
শহীদুল ইসলাম
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
www.ilrcbd.org

অলংকরণ
আলমগীর হোসাইন

প্রচ্ছদ
ইলয়াস হোসাইন

মুদ্রণ
রাইয়ান প্রিন্টার্স

দাম : ৩০০ টাকা US $ 10

Orientalism and Islam, Written by Muhammad Sadique Hussain Published by Md. Shohidul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Raiyan Printers, Elephant Road, Dhaka, Price Tk. 300 US $ 10

প্রকাশকের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ। ‘ওরিয়েন্টালিজম ও ইসলাম’ শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো। পাশ্চাত্যের যেসব পণ্ডিত ইসলাম বিষয়ক স্কলার হিসেবে ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে গবেষণা করেন তাদের সেই চর্চাই ওরিয়েন্টালিজম হিসেবে পরিচিত। উসমানী সালতানাতের অবসান ও মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ এলাকায় পাশ্চাত্যের দখলদারিত্ব ও অধীনস্থ হওয়ার পর থেকে মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা-সংস্কৃতি শাসন-রাজনীতি, আইন ও কৃষ্টি সবক্ষেত্রেই দখলদারদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এক বাক্যে বলতে গেলে মুসলিম উম্মাহর নিজ সত্তা হারিয়ে যায়। পাশ্চাত্য দর্শন মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই কথিত আধুনিকতামনস্ক সংস্কারবাদী সিংহভাগ মুসলমান পাশ্চাত্য দর্শনের আলোকে নিজেদের জীবন-জগৎ পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করে। যার ফলশ্রুতিতে মুসলিম সমাজে আল্লাহপ্রদত্ত জীবনবোধ ও ইসলাম নির্দেশিত নৈতিকতা গুরুত্ব হারায়।

একবিংশ শতাব্দীতে এসে পাশ্চাত্যের চিন্তাদর্শনের প্রভাব এতোটাই প্রকট আকার ধারণ করে যে, মুসলিম উম্মাহর বড়-অংশ পাশ্চাত্য স্কলারদের দেখানো আয়নায় ইসলামের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত, ইতিহাস, কৃষ্টিকালচার ও জীবনবোধ দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা ইসলামের প্রকৃতরূপ ও বাস্তবতা এবং আল্লাহপ্রদত্ত জীবনবোধের জীবন্ত নমুনাগুলো তালাশের প্রয়োজন বোধ করে না।

এমতাবস্থায় উম্মাহর অগ্রসর চিন্তার অধিকারী মনীষীগণ পশ্চিমা পণ্ডিতদের সূক্ষ্ম ইসলামবিদ্বেষ ও ক্ষতিকর দিকগুলো উন্মোচন করে অবচেতন মুসলিম উম্মাহকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে বহু গ্রন্থ ও চিন্তাপ্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে। বাংলাদেশে পাশ্চাত্য দর্শন ও ওরিয়েন্টালিস্টদের প্রভাব সর্বগ্রাসী।

ওরিয়েন্টালিজমের পরিচয়, স্বরূপ উন্মোচন, অতঃপর ক্ষতিকর দিকটি বাংলাভাষায় তথ্যপ্রমাণ দিয়ে উপস্থাপন করেছেন বিদগ্ধ গবেষক ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন তাঁর রচিত ‘ওরিয়েন্টালিজম ও ইসলাম’ শীর্ষক গ্রন্থে। ইসলাম সম্পর্কে মনোযোগী যে কোনো পাঠক এ গ্রন্থ পাঠে সমৃদ্ধ হবেন। অনুধাবন করতে পারবেন উন্নয়ন-সমৃদ্ধি ও মানবিকতার আড়ালে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ কীভাবে অবচেতন মুসলিমদের মনোজগতে বিভ্রান্তির বীজ বপন করেন। মহান আল্লাহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ও বাংলাভাষী মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্যের সূক্ষ্ম বিভ্রান্তিকর প্রণোদনা, প্রচারণা ও জীবনদর্শন থেকে হেফাজত করুন, সচেতন হওয়ার তাওফিক দিন। আমীন।

শহীদুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ভূমিকা

‘ওরিয়েন্টালিজম’ অর্থ ‘প্রাচ্যবাদ’। এ শব্দটি সাধারণ সমাজে খুব একটা পরিচিত নয়। অথচ প্রাচ্যবাদের প্রভাব সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, কলা, আইন, প্রশাসন, রাজনীতি.. সবক্ষেত্রে দারুন প্রভাবিত আজকের মুসলমান। সচেতন কিংবা অবচেতনভাবে। অন্যান্য দেশে ‘প্রাচ্যবাদ’ ও ‘প্রাচ্যবিদ’ সম্পর্কে যে-সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে তার সিকি পরিমাণও নেই বাংলাদেশে। কারণ বাংলাভাষায় এ-বিষয়ে তথ্যের অভাব, বই-পুস্তকের অপ্রতুলতা। আমরা জানিও না, ইসলাম, পবিত্র কুরআন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত অধিকাংশ ভুল ধারণার জন্ম প্রাচ্যবাদের গর্ভে।

ওরিয়েন্টালিস্ট তথা ‘প্রাচ্যবিদ’ শব্দটির সর্বপ্রথম ব্যবহার লক্ষ করা যায় প্রাচ্যের এক চার্চ সদস্যের ক্ষেত্রে ১৬৩০ সালে। এরপর ১৬৯০ সালে স্যামুয়েল ক্লার্ক প্রাচ্যের কয়েকটি ভাষা শিখে ‘প্রাচ্যবিদ’ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। শব্দটি ইংরেজি ডিকশনারিতে প্রবেশ করে ১৭৭৯ সালে। ফরাসি একাডেমির শব্দকোষে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ১৮৩৮ সালে।

মুসলিম বিশ্বের বহুদেশ এক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে। প্রাচ্যবিদদের কথিত গবেষণার অনেক গোমর ফাঁস হয়ে যায় মুসলমানদের নিকট। ফলে ‘প্রাচ্যবাদ’ ও ‘প্রাচ্যবিদ’ শব্দগুলো অনেক দেশে নেতিবাচক হিসেবে দেখা হয়। এ-সময় আমরা দেখতে পাই, পশ্চিমা প্রচার-মাধ্যম নতুন দুটি শব্দ তৈরি করে, ‘মধ্যপ্রাচ্য গবেষণা’ ও ‘মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ’। আরব ও ইসলাম নিয়ে গবেষণা হয়ে উঠল ‘মধ্যপ্রাচ্য গবেষণা’। এ-বিষয়ের পশ্চিমা পণ্ডিত, গবেষকগণ ‘প্রাচ্যবিদ’ শব্দ বাদ দিয়ে নতুন নাম পরিগ্রহ করলেন ‘মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ’। বলাবাহুল্য, নাম ও খোলস পাল্টালেও প্রাচ্যবাদের বিষয় ও লক্ষ্য কিন্তু অভিন্নই থাকল। অনেকটা নতুন মোড়কে পুরাতন পণ্য। ‘মধ্যপ্রাচ্য গবেষণা’ নতুন এই পরিভাষাটির উদ্ভব ঘটে গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে। শব্দটির জন্মদাতা যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়াসমগ্র। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংগঠনই পরিকল্পিতভাবে তৈরি করে বিভিন্ন বিষয়ের ‘মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞদের’। বর্তমান আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের চলমান অশান্তি ও অস্থিরতার পিছনে এসব কথিত ‘বিশেষজ্ঞদের’ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বক্ষমাণ বইয়ে ওরিয়েন্টালিজম তথা প্রাচ্যবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামের প্রধান প্রধান বিষয়ে তাদের তথ্যনির্ভর আলোচনা এবং আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যদশার নির্মোহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষ করে মুসলমানদের আকিদা সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের বিভ্রান্তিকর তথ্য, পবিত্র কুরআন নিয়ে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ষড়যন্ত্র, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত প্রসঙ্গে

প্রাচ্যবিদদের রচনা, ইসলামি আইন ও ফিক্হশাস্ত্রে প্রাচ্যবিদদের গবেষণাকর্ম, ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের বিদ্বিষ্ট রচনার সমীক্ষা, আরবি ভাষা ও সাহিত্যে প্রাচ্যবিদদের রচনা; এক্ষেত্রে আমাদের অসহায়ত্ব এবং সবশেষে প্রাচ্যবাদ ও মিশনারি তৎপরতার কথা কিছুটা সবিস্তারে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে লেখার গুরুত্ব উপলব্ধি করি সর্বপ্রথম ১৯৯৭ সালে। চট্টগ্রামের ব্যতিক্রমধর্মী ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামেয়া দারুল মা‘আরিফ আল-ইসলামিয়ায় শিক্ষক নিযুক্ত হবার অব্যবহিত পর। তখন অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ‘মুকারানাতুল আদয়ান’ তথা ‘তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব’ বিষয়টিও আমার দায়িত্বে অর্পিত হয়। এ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ‘ইস্তিশরাক’ অর্থাৎ ‘প্রাচ্যবাদ’ সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন, আলোচনা ও পর্যালোচনার সুযোগ হয়। পরবর্তীতে অনেক কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়েও বিষয়টি পাঠ্যভুক্ত করা হয়। অথচ তখনও বাংলাভাষায় এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো বই ছাত্র ও শিক্ষিতমহলে পরিচিত হয়নি। এ অভাবটা বিশেষভাবে অনুভব করেছি আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের উদ্যোগে আয়োজিত ‘প্রাচ্যবাদ’ শীর্ষক একটি সেমিনারে উপস্থিত হবার পর। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. শাকের আলম শওক ওই সেমিনারে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন। উক্ত সেমিনারে আগত অতিথিদের আলোচনায় উঠে আসে বাংলাভাষায় ‘প্রাচ্যবাদ’ বিষয়ক তথ্য-উপাত্তের সংকট ও অপ্রতুলতার কথা। তখনই উপলব্ধি করেছি, আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষায় এ বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ একটি বই অতীব দরকার।

এ-বইটি মূলত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ-সংকলন। প্রবন্ধগুলো আমি বিভিন্ন সময় দেশের কয়েকটি স্বনামধন্য ইসলামি সাহিত্য ও গবেষণাবিষয়ক পত্র-পত্রিকার জন্য প্রস্তুত করেছিলাম। সবগুলো প্রবন্ধই যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, পাঠকের সমাদর ও গুরুত্ব অনুভব করেছি। কোনো কোনো প্রবন্ধ কয়েকবার রিভিউ করা হয়েছে বোদ্ধা ও গবেষকদের মাধ্যমে। এতে বইয়ের মান বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে নিশ্চয়।

বাংলাদেশের আইন ও গবেষণা জগতে সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান ‘বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার’ বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়ায় সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী সম্পূর্ণ বইটি আরেক দফা রিভিউ এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়। গবেষক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ তথা সর্বস্তরের পাঠকদের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করা হয়।

তারপরেও মানুষ হিসেবে ভুল-ত্রুটি এবং মুদ্রণজনিত প্রমাদ থাকতেই পারে। এ-ক্ষেত্রে সচেতন পাঠক ও গবেষকদের সুচিন্তিত পরামর্শ কামনা করছি। মহান আল্লাহ অধমের এ-ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করুন। সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমিন।

মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন
রিয়াদ, সৌদিআরব

তারিখ: ০৭ মে ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

১. ভূমিকা ০৭

২. প্রাচ্যবাদ : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ # ১৩

প্রাচ্য ও প্রাচ্যবাদ ১৪
প্রাচ্যবিদ কারা ? ১৫
প্রাচ্যবাদের উৎপত্তি ১৭
প্রাচ্যবাদের ক্রমবিকাশ ২০
এক. তৎপরতার দ্বিধারা ২১
দুই. সম্রাটের মহলে আরব সংস্কৃতি ২২
তিন. প্রাচ্যবাদ ও খ্রিস্টান মিশনারি: একই নদীর দু'কূল ২৩
চার. ইসলাম সম্পর্কে কিছু ইতিবাচক প্রয়াস ২৬
পাঁচ. প্রাচ্যবাদের স্বর্ণযুগ ৩০
ছয়. বিশ্বব্যাপী প্রাচ্যবিদদের বহুমাত্রিক তৎপরতা ৩১
সাত. প্রাচ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ৩৩
আট: প্রাচ্যবাদ ও ইহুদি ৩৯
প্রাচ্যবাদের ভবিষ্যত ৪১

৩. মুসলমানদের আকিদা সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের বিভ্রান্তিকর তথ্য # ৪৫

বিশুদ্ধ আকিদার ছায়াতলে ৪৫
বহুমাত্রিক পরিকল্পনা ৪৬
আকিদা বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের রচনা ৪৮
প্রাচ্যবিদদের কতিপয় বিভ্রান্তিকর তথ্য ৫০
প্রাচ্যবাদি তথ্যের অসারতা ও জবাব ৫৭

৪. পবিত্র কুরআন নিয়ে প্রাচ্যবিদদের মনগড়া তথ্য # ৬৩

যুগে-যুগে কুর্আনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ৬৩
কুরআন সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের স্তর ও শ্রেণীবিন্যাস ৬৪

বিষয় — পৃষ্ঠা

কুরআনচর্চার নেপথ্যে প্রাচ্যবিদদের এজেন্ডা ও পন্থা ৬৫
প্রাচ্যবিদদের কুরআনবিষয়ক প্রসিদ্ধ রচনা ও গবেষণাকর্ম ৬৬
পবিত্র কুরআন বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের কতিপয় তথ্য ও মন্তব্য ৬৮
প্রাচ্যবিদ কর্তৃক অনুবাদ ও তাফসিরের নমুনা ৭৩
প্রাচ্যবাদ বনাম বুদ্ধিজীবীদের আস্থা-সংকট ৭৬

৫. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিরাত সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের রচনা ও দৃষ্টিভঙ্গি # ৭৯

প্রাচ্যবিদদের সাধনা ও ষড়যন্ত্র ৭৯
সিরাত-সাহিত্যে প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণাকর্ম ৮১
প্রাচ্যবিদদের বিদ্বিষ্ট সিরাতগ্রন্থ ৮৪
সিরাতের তাৎপর্য বনাম প্রাচ্যবাদি গবেষণা ৮৫
সিরাতচর্চায় প্রাচ্যবিদদের কৌশল ও বিচ্যুতি ৮৬
মহানবীর প্রতি প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি ৮৭
অভিনব গবেষণা-রীতি ৮৯
প্রাচ্যবিদদের কটুক্তি ও তার জবাব ৯০
কয়েকটি অভিযোগ ও অপনোদন ৯২

৬. ইসলামি আইন ও ফিক্‌হশাস্ত্রে প্রাচ্যবিদদের গবেষণাকর্ম # ১০১

প্রাচ্যবিদদের গবেষণা : প্রকৃতি ও পরিধি ১০১
উল্লেখযোগ্য প্রাচ্যবিদ-এর কর্ম ও পরিচয় ১০৩
ইসলামি আইন বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থতা ১০৭
কোন কোন ফিক্‌হি বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের মতামত ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ১১৪
১. শরিয়া আইনে রোমান আইনের প্রভাব ১১৪
২. বর্তমানে কি ইসলামি আইন অচল ১২১
৩. ইসলামি আইন ও ফিক্‌হশাস্ত্রে ধর্মের প্রভাব ১২৪
আমাদের করণীয় ১২৬

৭. ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণা # ১২৯

প্রাচ্যবাদ ও আমাদের দৈন্যদশা ১২৯
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে প্রাচ্যবিদদের গবেষণাকর্ম ২৩১

বিষয় পৃষ্ঠা

ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণা............... ১৩২

এক. ইসলামের প্রাথমিক যুগ... ১৩২

দুই. খেলাফতে রাশেদার যুগ... ১৩৫

ইতিহাসচর্চায় প্রাচ্যবিদদের কূটচাল.. ১৩৭

সাহাবিদের নিয়ে কটুক্তি ও তার জবাব.. ১৪০

তিন. উমাইয়্যা যুগ.. ১৪২

ইতিহাসচর্চায় প্রাচ্যবিদদের বিভিন্ন ধারা....................................... ১৪৩

প্রাচ্যবিদদের ঢালাও মন্তব্য : প্রকৃতি ও জবাব.............................. ১৪৪

ইতিহাস-বিকৃতির পাঁয়তারা.. ১৪৬

সোনালি অতীত নিয়ে জঘন্য মিথ্যাচার... ১৪৭

আলো ও আলেয়া : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা........................ ১৪৯

চার. আব্বাসি যুগ.. ১৫০

ইতিহাসের স্বর্ণালি অধ্যায় ও প্রাচ্যবাদ... ১৫০

প্রাচ্যবিদদের তথ্যবিভ্রাট ও চক্রান্তের নানাদিক............................... ১৫৩

মজলুম খলিফা হারুনুর রশিদ... ১৫৫

ইতিহাসের উর্বর ও মধ্যযুগ.. ১৫৮

পাঁচ. আধুনিক যুগ... ১৫৯

প্রাচ্যবিদদের ত্রিউক্তি ও ইতিহাসবিকৃতি.. ১৬০

সত্যের আয়নায় উসমানি খেলাফত.. ১৬১

বাংলায় খেলাফত রক্ষার আন্দোলন.. ১৬২

যায়নবাদ ও কামাল আতাতুর্কের স্বরূপ... ১৬৩

ইসলামের ইতিহাসচর্চায় নয়া মাত্রা.. ১৬৫

শেষকথা ও আমাদের করণীয়.. ১৬৯

৮. আরবি ভাষা ও সাহিত্যে প্রাচ্যবিদদের রচনা # ১৭১

ফিরে দেখা.. ১৭১

পশ্চিমাদের নিকট আরবির গুরুত্ব ১৭২

বিষয় পৃষ্ঠা

আরবি নিয়ে পশ্চিমা পণ্ডিতদের সুদূরপ্রসারী নীলনকশা................ ১৭২

আরবি ভাষা ও সাহিত্যে প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণা............. ১৭৪

রচনা ও গবেষণার নেপথ্যে প্রাচ্যবাদী লক্ষ্য.............................. ১৭৫

প্রাচ্যবিদদের বহুমাত্রিক ষড়যন্ত্র ১৭৬

মারগোলিয়থ ও ড. তাহা হোসাইন... ১৭৭

আধুনিক আরবি ভাষা ও সাহিত্যে প্রাচ্যবাদ.............................. ১৮০

শেষকথা.. ১৮১

৯. প্রাচ্যবাদ ও মিশনারি তৎপরতা # ১৮৩

ক্রুসেড যুদ্ধ ও প্রাচ্যবাদ.. ১৮৩

প্রাচ্যবাদের আড়ালে মিশনারি তৎপরতা..................................... ১৮৪

প্রাচ্যবাদ ও মিশনারি তৎপরতা : প্রকৃতি ও পরিধি..................... ১৮৭

মিশনারি বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণাকর্ম.................... ১৮৯

কতিপয় মিশনারি প্রাচ্যবিদ ও তাদের কর্মতৎপরতা.................... ১৯১

সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের হাতিয়ার.. ১৯৫

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাচ্যবাদ ও মিশনারি তৎপরতা.............. ১৯৭

উপসংহার ও আমাদের করণীয়.. ২০৮

১০. গ্রন্থপঞ্জি... ২১১